সংবাদ

তারিখ ... JUN 06 2006 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ...

শিক্ষকদের মানসিক নির্যাতনেই আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয় বুশরা

● *মানারাত যেন জেলখানা, কেউ কথা বলছে না*

বাকী বিল্লাহ

মানারাত স্কুলের শিক্ষকদের মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েই আত্মহত্যার চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিশোরী বুশরা। কিন্তু এ ঘটনার জন্য কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধেই এ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। স্কুল কর্তৃপক্ষ কোন কথাও বলছেন না। মানারাতের কয়েকজন শিক্ষার্থী জানায়, গত রোববার পরীক্ষায় নকল করে ধরা পড়ে শিক্ষকদের কাছে ক্ষমা চাওয়ার পরও বুশরা আহম্মেদকে পরীক্ষার হল থেকে জোর করে পরীক্ষা কমিটির রুমে নিয়ে বসিয়ে রেখে নানাভাবে মানসিক নির্যাতন করা হয়েছে। শিক্ষকদের মানসিক নির্যাতনের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে বুশরা বাথরুমে যাওয়ার কথা বলে স্কুলের ছাদে উঠে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা

বুশরা : পৃ: ১১ ক:

বুশরা : আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করেছে। এ ব্যাপারে মানারাত ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে গতকাল দফায় দফায় যোগাযোগের চেষ্টা করলেও স্কুলের ভেতরে ঢুকতে দেয়া হয়নি। 'ভেতরে যাওয়া যাবে না, ভেতরে কেউ নেই'– এসব কথা বলে সাংবাদিকসহ সবাইকে ফিরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। অধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য টেলিফোন নম্বর চাইলে তাও দেয়া হয়নি। বর্তমান অধ্যক্ষ একজন সাবেক সেনা কর্মকর্তা। এর আগে জামায়াত নেতা, শিল্পমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামীর স্ত্রী এ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

বুশরার বাবা চিত্রনায়ক ওয়াসিম একমাত্র কন্যাকে এভাবে হারিয়ে দিশেহারা। তিনি বলেন, আর ১০ মিনিট আগে স্কুলে গেলে হয়তো তিনি বুশরাকে বাঁচতে পারতেন। কান্নায় ভেঙে পড়ে ওয়াসিম বলেন, বুশরা ছাদ থেকে লাফ দিলে তিনি তাকে জড়িয়ে ধরে ফেলতেন, মেয়েকে তিনি বাঁচাতেন। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার সব প্রস্তুতি শেষ হয়েছিল। তিনি বলেন, গত রোববার তিনি মেয়েকে স্কুল থেকে আনতে গিয়ে মৃত্যুর খবর জানতে পারেন। তিনি বলেন, প্রতিদিন অভিনয় শেষে দ্রুত বাসায় ফিরে মেয়েকে আদর দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতেন।

মানারাত স্কুলের এক শিক্ষার্থী বলেন, পরীক্ষার হলে নকল ধরার পর বুশরা শিক্ষকদের কাছে ক্ষমা চেয়েছে। এরপরও শিক্ষকরা তাকে নানাভাবে বকা দিয়েছে। নকল করার কথা তার প্রিয় বাবাকে জানিয়ে দেয়া হবে বলেও বকা দিয়েছে। এতে সে লজ্জা ও মানসিক চাপের মুখে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। পারিবারিক সূত্র জানায়, দুই বছর আগে বুশরার মায়ের মৃত্যুর পর চিত্রনায়ক ওয়াসিম তার একমাত্র মেয়ে বুশরা ও একমাত্র ছেলেকে সর্বক্ষণ নিজের আদরে রেখে লেখাপড়া শেখাতেন।

গতকাল বুশরার মৃত্যুর খবর দেখে চলচ্চিত্র জগতের অনেক চিত্রনায়ক ও প্রযোজক গুলশানে বুশরাদের বাসায় যান। অনেকেই বুশরার বাবাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

গুলশান থানা পুলিশ ও স্পেশাল ব্রাঞ্চের এক সূত্র জানায়, স্কুলছাত্রী বুশরা আহম্মেদ গুলশান মানারাত স্কুলের ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী ছিল। রোববার সকাল সোয়া ৮টার দিকে তার অর্থনীতি বিষয়ে পরীক্ষা শুরু হয়। পরীক্ষা চলাকালে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পরীক্ষার হলে নকল করার সময় শিক্ষক তাকে ধরে ফেলে। এরপর শিক্ষকরা নকল করার ঘটনা অভিভাবককে জানাবেন বলে জানান। এরপর বুশরা ঘটনার জন্য শিক্ষকদের কাছে কান্নাজড়িত কণ্ঠে ক্ষমা চায়। বারবার ক্ষমা চাওয়া সত্ত্বেও শিক্ষক/শিক্ষিকারা বুশরাকে পরীক্ষার হল থেকে বের করে স্কুলে পরীক্ষা কমিটির রুমে বকা দিয়ে বসিয়ে রাখেন। পরীক্ষা কমিটির রুমে সব শিক্ষক নানাভাবে বুশরাকে বকাবকি করেন। বুশরা কিছুক্ষণ চুপ করে পরীক্ষা কমিটির রুমে বসে থাকার পর বাথরুমে যাওয়ার কথা বলে স্কুলের ৬ তলা ছাদে গিয়ে লাফ দিয়ে বাণিজ্যিক ভবনের সিঁড়ির সামনে পড়ে। এতে তার দু'পা ভেঙে যায়। এছাড়া শরীরে প্রচণ্ড আঘাত পায়। অচেতন অবস্থায় তাকে স্কুলের অদূরে একটি প্রাইভেট হাসপাতালে নেয়ার পর দুপুরে সে মারা যায়। ঘটনাটি বুশরার বাবা চিত্রনায়ক ওয়াসিমকে জানানো হয়নি। তিনি প্রতিদিনের মতো না এসে স্কুলে গিয়ে গেটের দারোয়ানকে তার মেয়েকে খবর দিতে বলেন। কিন্তু কেউই বুশরাকে খবর দিতে না গিয়ে চুপ হয়ে থাকে। ২/৩ বার বলার পর স্কুলের উপস্থিত লোকজন ঘটনাটি বুশরার বাবাকে জানায়। এরপর বাবা ছুটে যান হাসপাতালে, সেখানে বুশরাকে অচেতন অবস্থায় দেখতে পান।

বুশরার ছাদ থেকে পড়ার ঘটনা জানিয়ে স্কুল অ্যান্ড কলেজের পক্ষ থেকে গুলশান থানায় একটি লিখিত জিডি করা হয়। এ ছাড়াও পুলিশ আরও একটি জিডি করেছে।

সূত্র জানায়, মধ্যপ্রাচ্য ভিত্তিক কয়েকটি দেশের সহায়তায় মানারাত ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরিচালিত হয়। অবসরপ্রাপ্ত এক ব্রিগেডিয়ার শারফুল আলম বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ। তার সঙ্গে দফায় দফায় যোগাযোগের চেষ্টা করেও দেখা পাওয়া যায়নি। স্পেশাল ব্রাঞ্চসহ বিভিন্ন সংস্থার সদস্যরা মানারাত স্কুল অ্যান্ড কলেজে যাওয়ার পর কর্তৃপক্ষ তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেনি বলে অভিযোগ রয়েছে। জানা গেছে, সরকারের অংশীদার জামায়াতের পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে এই